

হযরত মুহাম্মদ (স.) মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থাকবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হযরত মুহাম্মদ (স.) কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিগ্রাহ্য, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। মহানবি (স.) জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সবসময়। এমনকি শহিদ হওয়ার চেয়ে জ্ঞান সাধনাকে তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

আবির্ভাব	- উদয়, প্রকাশ, অধিষ্ঠান, অবতরণ।
লাবণ্য	- সৌন্দর্য, শোভা, কান্তি, চাকচিক্য।
সর্বশ্রেষ্ঠ	- সকলের প্রধান, সবার সেরা, সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট।
ঐতিহাসিকতা	- ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য, ইতিহাসরূপে গণ্য হওয়ার উপযুক্ততা রয়েছে এমন।
খুঁতিনাটি	- কোনো বিষয়ের ছোটবড় সবকিছু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয়।
বিবরণ	- বর্ণনা, বৃত্তান্ত, ব্যাখ্যান, বিবৃতি।
যাচাই	- পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের সাহায্যে দ্রব্যাদির গুণাগুণ ও মূল্য ঠিক করা।
অসাধারণ	- সাধারণে দেখা যায় না এমন, সচরাচর দুর্লভ, অসামান্য, অনন্যসাধারণ, বিশিষ্ট।
মুখমুখ	- কষ্টমুখ, স্মৃতি থেকে বলা যায় এমন।
ইতিহাস	- পূর্ব-বৃত্তান্ত, অতীত কথা, প্রাচীন কাহিনি।
সাহাবি	- যেসব মুসলিম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন।
গৌরব	- মহিমা, মর্যাদা, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব, গুরুত্ব।

ক্ষুদ্র	- ছোট, সামান্য, অল্প।
পরিসর	- ব্যাপ্তি, বিস্তার, প্রসার, অবাধ।
অবাক	- নির্বাক, বাক্যহীন, মূক।
এতিম	- মাতাপিতাহীন বালক-বালিকা।
আসবাব	- গৃহসজ্জার উপকরণ, সরঞ্জাম, উপকরণ।
অনাহারে	- উপবাসে, অনশনে, আহারের অভাবে।
উনুন	- চুল্লি, চুলা, আখা, উনান।
সংমিশ্রণ	- বিশেষভাবে মিশ্রিত হয়েছে এমন, বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছে এমন।
অজৈয়	- জয় করা যায় না এমন, দুর্জয়।
কঠোর	- কঠিন, দৃঢ়, অবিচল, অনমনীয়।
অটল	- নিশ্চল, স্থির, অচঞ্চল, অনমনীয়।
কোমল	- নরম, কাঠিন্যশূন্য, সুকুমার।
আকুল	- উৎসুক, কাতর, উতলা, ব্যাকুল, অভিভূত, বিহ্বল।
অভয়	- আশ্বাস, ভরসা, সাহস, নির্ভীকতা, ভয়শূন্যতা।
অত্যাচার	- উৎপীড়ন, জুলুম, উপদ্রব, দুর্ব্যবহার, নির্যাতন।
সাম্য	- সমদর্শিতা, সমতা।
প্রচলিত	- প্রচলন বা প্রবর্তন করা হয়েছে এমন।
দুরবস্থা	- দুর্দশা, দারিদ্র্য, দৈন্য।
মর্যাদা	- সম্মান, সম্মম, গৌরব।
প্রতিবাদ	- আপত্তি জানানো, কোনো উক্তি বিরুদ্ধে বলা, খণ্ডনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ যুক্তি, বিতর্ক।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

অনাড়ম্বর, অন্তর্ভুক্ত, অভিসম্পাত, অশ্রুসিক্ত, আত্মীয়স্বজন, উজ্জ্বল, উদ্ভূত, ঐতিহাসিক, কন্টিপাথর, কাব্যগ্রন্থ, কুসংস্কার, ক্রীতদাস, ক্ষুদ্র, চক্ষু, চঞ্চল, ছদ্মনাম, জুলন্ত, জিজ্ঞাসা, জ্ঞান, দারিদ্র্য, দৃষ্টান্ত, ধৈর্যশীল, নারীত্ব, পক্ষ, পরিত্রাণ, প্রতিবাদ, প্রতিষ্ঠা, প্রীতি, প্রেরণা, বৃত্ততা, বহু, বাস্বব, ব্যবসায়, ব্যবস্থা, ভাস্কর, ভৃত্য, মানবপ্রেম, মানবাত্মা, মুখমুখ, মুয়াযযিন, যুক্তিগ্রাহ্য, লজ্জা, লাবণ্য, শূদ্র, সঞ্জো, সংগ্রাম, সংমিশ্রণ, সম্পাদক, সম্মুখীন, সর্বশ্রেষ্ঠ, সহিষ্ণু, সাম্য, সূর্যগ্রহণ, সৌচ্য, স্মৃতিশক্তি, সত্ত্বও।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁদের অনুসরণে ৫টি কল্যাণকর কাজের তালিকা তৈরি কর। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-১৭

উত্তর : মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁদের অনুসরণে ৫টি কল্যাণকর কাজের তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

১. মহামানবদের পথ অনুসরণ করে কাজ করা।
২. মহামানবরা যেভাবে মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন সেভাবে নিজেকে পরহিতে নিয়োজিত করা।

৩. মহামানবরা যেভাবে সাধারণ জীবনযাপন করেছেন সেভাবে সাধারণ জীবনযাপন করে আত্মতৃপ্ত থাকা।
৪. মহামানবদের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁদের দেখানো সত্য ও সুন্দরের পথে নিজেকে চালিত করা।
৫. ধৈর্য, উদারতা, ক্ষমা, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁদের জীবনে এসব মানবীয় গুণের সমাবেশ থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বস্ত্রের মতো কঠোর ছিলেন?

ক) গভীর আত্মবিশ্বাসে	গ) নারীর মর্যাদা রক্ষায়
খ) সত্য ও সংগ্রামের চেতনায়	ঘ) সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়

২. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু—এদের ক্ষমা কর'— উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

ক) ক্ষমা ও মহানুভবতা
খ) দয়া ও করুণা
গ) প্রেম ও ভালোবাসা
ঘ) বাৎসল্য ও ন্যায়বিচার

৩. 'কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না'— উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
- ক) সাম্যবাদিতার খ) মানবপ্রেমের
গ) সংস্কারমুক্তির ঘ) দৃঢ়বিশ্বাসের
৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা ছিল অসাধারণ?
- ক) সহিংসতার খ) ধৈর্যের
গ) পেশিশক্তির ঘ) স্মৃতিশক্তির

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অহমিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোট ছোট শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।

- ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন? ১
খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আচরণ কীরূপ ছিল— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা উন্নয়নে রাসুল (স.)-এর আদর্শ কতটুকু ফলদায়ক যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) 'ইসলাম' ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন।
খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আচরণ ছিল কুসুমের চেয়েও কোমল।
গ. 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে মহানবি (স.)-এর আচরণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। মহানবি (স.) ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের উপাসক। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমতা তাঁকে মানবীয় গুণাবলির শ্রেষ্ঠ সাধক করে তুলেছিল। তিনি সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। ছোট শিশুদের যেমন স্নেহ-ভালোবাসা দিতেন, তেমনই বড়দের সম্মান ও সমবয়সীদের ব্যক্তিগত জীবনের খোজখবর নিতেন। তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল। তাই আমরা বলতে পারি যে, মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আচরণ ছিল কুসুমের চেয়েও কোমল।

গ. সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা উন্নয়নে রাসুল (স.)-এর আদর্শ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

সমাজে নানা রকম অশান্তি, অত্যাচার-অনাচার রয়েছে এমন পরিবেশের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রচারক মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরব সমাজে আবির্ভূত হন। তখন মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ চরমে। একজন অন্যজনের সঙ্গে খুন-নির্যাতনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। তাঁর আচরণ ও কাজের মধ্য দিয়ে সেই অবস্থার অবসান হয়েছে।

উদ্দীপকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। মহানবি (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ মানুষ। কোনোদিন কাউকে কষ্ট দিয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি। এমন কোনো কাজও করেননি, যা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধেও এ বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ও দাস ব্যবসায়ের জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা কঁদে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় মহানবি (স.) সাম্যের বাণী প্রচার করলেন। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)-এর ক্ষমা, ধৈর্য, দয়া, দানশীলতা প্রভৃতি অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করেই সমাজ উন্নয়ন ও সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই বিষয়টি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন— এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের স্নেহ-মমতা ও বন্ধুবান্ধবের পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞানী-গুণী মানুষরা মহৎ ও উদার হন। তাঁরা সব সময় সুন্দর চিন্তা করেন। তাঁরা তাঁদের উদারতা, ধৈর্য, ক্ষমা, মানবিকতা দ্বারা মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মানবিক গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে। সকল মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। শিশুদের স্নেহ করতেন। বালক বন্ধুদের বুলবুলির খবর জানতে চাইতেন। এককথায় তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল। 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কুসুমের মতো কোমল চরিত্রের কথা। তিনি স্নেহময় সৌজন্যে দয়ার আধার ছিলেন।

'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয় জায়গায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মানুষের প্রতি গভীর মমতাবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উভয় জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে বন্ধুবান্ধবের কথা যা বালক বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর বুলবুলির খবর জানতে চাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : মহানবি (স.)-এর স্নেহপরায়ণতা।

প্রশ্ন ২ রসূলুদ্দাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তিনি বলতেন শিশুরা হলো বেহেশতের ফুল! তিনি যখন কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন পথে যে সকল শিশু সামনে পড়ত তাদেরকে তাঁর উটের সামনে পেছনে বসিয়ে কিছু দূর ভ্রমণ করিয়ে আনতেন। পথে শিশুদের সাথে যখনই দেখা হতো তিনি প্রথমে তাদের সালাম জানাতেন।

তথ্যসূত্র : আমাদের মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) — হেলেনা খান।

- ক. আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি কেমন ছিল? ১
খ. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের সংমিশ্রণ কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকটি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের বিশেষ একটি ভাবকে ধারণ করেছে, সম্পূর্ণ নয়— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল।

খ. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের সংমিশ্রণ ছিল কোমল ও কঠোরের।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একই সঙ্গে অনেক কোমল এবং কঠোর চরিত্রের অধিকারী। তাঁর বিশ্বাস ছিল অজ্ঞেয়, অকুতোভয়। তিনি সত্য ও সংগ্রামে ছিলেন পর্বতের মতো অটল; বজ্রের মতো কঠোর। এরই পাশাপাশি তাঁর মাঝে দেখা যায় কুসুমের চেয়ে কোমল হৃদয়ের। বন্ধুবান্ধবের প্রতি তিনি খুবই আন্তরিক ছিলেন। সবসময় থাকতেন হাসিখুশি। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত শিশুসুলভ মন নিয়ে মিশতেন তিনি। বালক-বন্ধুকে তার বুলবুলি পাখি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে তিনি যেমন ভোলেন না, তেমনই বন্ধুবিরোগে তাঁর চোখ ভিজে যায়। অনেক দিন পরে নিজের দাই মা— মা হালিমাকে দেখে তিনি আবেগে আশ্রুত হয়ে আকুল হয়ে ওঠেন। আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হয়েও তিনি সবার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণভাবে মিশতেন, কোনো অহংকার করতেন না।

গ. উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্নেহ-মমতা ও শিশুবান্ধব চরিত্রের দিকটির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

আদর্শ ও নীতিবান হয়ে জীবনে চলা অনেক কঠিন নয়। তবে নিজেকে কিছুটা সচেতন ও সাবধান রাখলে অনেক অন্যায ও অনাচার থেকে দূরে রাখা যায়। সেক্ষেত্রে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স.)কে অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

• উদ্দীপকে রসুলুল্লাহ (স.)-এর শিশুবান্ধব ও মেহসুলভতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তিনি শিশুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত মেহপরায়াণ। শিশুদের তিনি বেহেশতের ফুল বলতেন। তিনি শিশুদেরকে আগে সালাম জানাতেন। তিনি কোনো সফর থেকে ফিরে আসার পথে যেসব শিশু সামনে পড়ত তাদেরকে তাঁর উটের সামনে-পেছনে বসিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মেহ-মমতা ও শিশুবান্ধব চরিত্র সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে তিনি শিশুদের সঙ্গে মিশতেন শিশুদের মতো মন নিয়ে। পথে বালক-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তার বুলবুলির খোজ পর্যন্ত তিনি নিতেন। উদ্দীপকেও রসুল (স.)-এর এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মেহ-মমতা ও শিশুবান্ধব চরিত্রের দিকটির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

• উদ্দীপকটি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের বিশেষ একটি ভাবকে ধারণ করেছে, সম্পূর্ণ নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

• হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন জ্ঞানের আধার। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় ছিলেন অনেক উদার। তাঁর জীবনাচরণ আমাদেরকে সঠিক পথে জীবন অতিবাহিত করতে উৎসাহী করে। আমাদের সঠিকভাবে চলার দিকনির্দেশনা দেয় তার জীবনী।

• উদ্দীপকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিশুবান্ধব ও মেহ-মমতার দিকটির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি শিশুদের প্রতি অনেক আন্তরিক ছিলেন। এমনকি তিনি শিশুদের বেহেশতের ফুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদেরকে নিজের উটের পিঠে নিয়ে ঘুরতেন। পথে দেখা হলে তিনিই প্রথমে শিশুদের সালাম জানাতেন। 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের নানান দিক ব্যক্ত হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন নেতা, সাধারণ মানুষ আবার আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। তিনি নেতা হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি মদিনার অধিনায়ক থাকাকালীন তাঁর ঘরে আসবাবপত্র বলতে ছিল খেজুর-পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। তিনি আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সাধারণভাবে উপস্থাপন করতেন। শিশুদের সঙ্গে মিশতেন শিশুদের মতো মন নিয়ে। আবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন একেবারে সাধারণ হয়ে। তাঁর ওপর অনেক অত্যাচার হলেও তিনি কখনো অভিযোগ দেননি, বরং তাদের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

• উদ্দীপকে শুধু রসুল (স.)-এর শিশুসুলভ আচরণের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে তাঁর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর শিশুসুলভ আচরণ, উদারতা, মহত্ত্বসহ আরও অনেক দিক প্রকাশ পেয়েছে প্রবন্ধে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের বিশেষ একটি ভাবকে ধারণ করেছে, সম্পূর্ণ নয়।

উদ্দীপকের বিষয় : হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবনাদর্শ ও তার প্রভাব।

▶ প্রশ্ন ৩। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অন্ধকার, বলাহীন অনাচার আর জুলুম। মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মরুসূর্য মুহাম্মদ (স.); নতুন আলোকের পরশে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত জ্বলে ভাষর হয়ে উঠে। দিকে দিকে গড়ে উঠে নতুন নতুন জাতি, নতুন নতুন রাজ্য, নতুন নতুন সভ্যতা। তারপর মুসলমানের জাতীয় জীবনে শুরু হয় অবনতির ভাটা, ইসলামের সত্য সনাতন আদর্শ ভুলে তারা চলে ভুল পথে, ডেকে আনে নিজেদের মৃত্যু। আজরাইল শিয়রে এসে বসে জ্ঞান কবজ করতে তৈরি হয়। [তথ্যসূত্র : রসুলের দেশে— ইবরাহীম খাঁ]

- ক. বন্ধু বিয়োগে কার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়? ১
খ. হযরতের জীবন দেখে আমাদের অবাক হতে হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ৩
ঘ. "উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ দিক ফুটে ওঠেনি।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বন্ধু বিয়োগে মহানবি (স.)-এর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

• ৬৩ বছরের ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে হযরতকে অনেক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে বলেই তাঁর জীবন দেখে আমাদের অবাক হতে হয়।

• হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) মানবতার ইতিহাসে গৌরবের আসনে উপনীত হয়ে আছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নবি হওয়ার পরও নিজেকে সাধারণ মানুষের মতো ভাবতেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি এতিম ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে সারা আরবভূমির অবিসংবাদিত নেতা হয়েছিলেন। তারপরও তাঁকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হতো, তাঁর বিছানা ছিল খেজুর পাতার। আর এ কারণেই তাঁর জীবন দেখে আমাদের অবাক হতে হয়।

• উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

• মহানবি (স.) আমাদের জীবনে আদর্শস্বরূপ। তাঁর আদর্শে আমরা আমাদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তাঁর মহানুভবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

• উদ্দীপকে মহানবি (স.) আরবে মুক্তির বাণী আনার আগে আরব ভূবে ছিল ভয়াবহ অন্ধকার আর অজ্ঞানতার মাঝে। তাঁর আবির্ভাবেই মুসলমান জাতি জ্ঞান ফিরে পায়। 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। মহানবি তাঁর আদর্শে ছিলেন মহীয়ান। তিনি চারিদিকে তাঁর আদর্শ ও নীতির আলো ছড়িয়ে দিতেন। তিনি আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও কত সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং মানুষের সাথে সৌহার্দ বজায় রেখে চলতেন সেই দিকগুলো প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

• "উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ দিক ফুটে ওঠেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• জীবনে সেসব মানুষের আদর্শে জীবন গড়তে হয় যারা সবসময় নীতিগত দিকে কঠোরতা ও আদর্শবান হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) ঠিক তেমনই আদর্শবান ও অনুসরণীয় একজন মানুষ।

• উদ্দীপকে আরবের বিভীষিকাময় দিনের কথা বলা হয়েছে। আর এই বিভীষিকা থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখান হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনিই মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ করেন। 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনযাপন ও আদর্শগত দিকগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি অসাধারণ মানুষ হয়েও অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি একাধারে ছিলেন কুসুমের মতো কোমল অন্যদিকে ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন। তিনি অন্যায়কারীকে কখনো অভিযোগ দেননি, বরং তাদের জন্য স্বর্গের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর জীবনের আদর্শিক দিক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

• উদ্দীপকে হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আংশিক আলোচনা রয়েছে। কিন্তু 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধে রয়েছে তাঁর জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ দিক ফুটে ওঠেনি।

উদ্দীপকের বিষয় : সাম্যবাদী মনোভাব।

▶ প্রশ্ন ৪। সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি।
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

[তথ্যসূত্র : নারী— কাজী নজরুল ইসলাম]

- ক. হযরত কোন বিষয়টিকে কোনো দিনই প্রশংসা দেননি? ১
খ. "এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো।"— কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'মরু-ভাঙ্কর' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর একটি গুণের প্রতিফলন মাত্র, সম্পূর্ণ পরিচয় নয়"— যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪